পঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরী প্রতিষ্ঠা করলেন

কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে যুদ্ধে সতেরবার পরাজিত করেছিলেন এবং তারপর দ্বারকা নগরী নির্মাণ করলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

কংস নিহত হবার পর, তার দুই রাণী, অস্তি ও প্রাপ্তি, তাদের পিতা জরাসন্ধের গৃহে গমন করল এবং কিভাবে কৃষ্ণ তাদের বিধবায় পরিণত করেছিলেন, শোকার্তভাবে তাকে তা বর্ণনা করল। এই বর্ণনা শুনে, রাজা জরাসন্ধ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। সে পৃথিবীকে সকল যাদবশূন্য করার প্রতিজ্ঞা করল এবং মথুরা অবরোধ করার জন্য অসংখ্য সৈন্য সমবেত করল। শ্রীকৃষ্ণ যখন জরাসন্ধের এই আক্রমণ লক্ষ্য করলেন, তখন ভগবান এই পৃথিবীতে তাঁর অবতরণের কথা বিবেচনা করলেন এবং তখন জরাসন্ধের সৈন্য বাহিনী যা ছিল ভূ-ভার স্বরূপ, তা বিনাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

সহসা দুটি দীপ্তিমান রথ ভগবানের নিজস্ব সমস্ত অস্ত্রসম্ভার সহ, সারথি ও উপকরণাদি সজ্জিত হয়ে উপস্থিত হল। তা লক্ষ্য করে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "প্রিয় ভ্রাতা, জরাসন্ধ এখন মথুরাপুরী আক্রমণ করছে, তাই তোমার রথে আরোহণ কর এবং চল, আমরা শত্রু সৈন্যদের বিনাশ করতে যাই।" দুই ভগবান তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁদের রথে আরোহণ করলেন এবং নগর হতে নির্গত হলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন বিপক্ষ সৈন্যদলের সম্মুখীন হলেন, তখন তাঁর শত্রুদের মনে ভয়ের উদ্রেক করে, তিনি তাঁর শঙ্খ নিনাদিত করলেন। রাজা জরাসন্ধ তার সৈন্যদল ও রথ প্রভৃতি নিয়ে কৃষ্ণ ও বলরামকে ঘিরে ফেলেছিল, ফলে যে সমস্ত পুর রমণীরা বিভিন্ন প্রাসাদের ছাদগুলিতে আরোহণ করেছিলেন, তাঁরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন, কারণ তাঁরা ভগবান দুজনকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। অতঃপর কৃষ্ণ তাঁর ধনুকে টঙ্কার দিয়ে শত্রুসৈন্যদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে তীর বর্ষণ করতে লাগলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই জরাসন্ধের অগাধ সৈন্যরাশি ধ্বংস হল।

তখন শ্রীবলদেব জরাসন্ধকে বন্দী করে তাকে রজ্জুবদ্ধ করতে উদ্যত হলে শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে নিরস্ত করে রাজাকে মুক্ত করে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বোঝালেন যে, জরাসন্ধ আরেকটি সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ করে আবার যুদ্ধ করতে ফিরে আসবে; তাতে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ভূ-ভার হরণ করার লক্ষ্য সহজ হবে। মুক্ত হয়ে জরাসন্ধ মগধে প্রত্যাবর্তন করে তার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে

তপশ্চর্যা করার সঙ্কল্প করল। অন্যান্য রাজারা তাকে উপদেশ দিল যে, এই পরাজয় নিতান্তই তার কর্মফল মাত্র। এইকথা শুনে রাজা জরাসন্ধ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে এসেছিল।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরাবাসীদের সঙ্গে আবার মিলিত হলে তাঁরা সকলে বিজয় সঙ্গীত গান করে ও বিজয় উৎসবের আয়োজন করে আনন্দ করতে লাগলেন। ভগবান, যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত যোদ্ধাদের পরিত্যক্ত রত্নাদি এবং অলঙ্কারগুলি নিয়ে মহারাজ উগ্রসেনকে উপহার প্রদান করলেন।

জরাসন্ধ মথুরায় যাদবদের সতেরবার আক্রমণ করেছিল এবং প্রত্যেকবারেই তার সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়েছিল। অতঃপর জরাসন্ধ যখন আঠারোবারের জন্য আক্রমণ করতে প্রস্তুত হল, তখন কালযবন নামে এক যোদ্ধা, যে একজন যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর অনুসন্ধান করছিল, তাকে নারদমুনি পাঠালেন যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। তিন কোটি সৈন্য নিয়ে কালযবন যাদবদের রাজধানী অবরোধ করল। শ্রীকৃষ্ণ এই আক্রমণ লক্ষ্য করে বিশেষভাবেই প্রমাদ গণলেন, কারণ তিনি জানতেন, জরাসন্ধের আগমনের সম্ভাবনাও প্রত্যাশিত হয়েছে এবং একই সঙ্গে এই দুই শত্রুর আক্রমণের ফলে যাদবেরা অবশ্যই বিপন্ন বোধ করতে পারে। ভগবান তাই সমুদ্রের মাঝে যাদবদের নিরাপদ আশ্রয়স্বরূপ অপূর্ব এক নগরী পত্তন করলেন; তারপর তাঁর যোগমায়া বলে তাদের সকলকেই সেখানে নিয়ে এলেন। সমাজের চারি বর্ণের সকল মানুষ নিয়েই সেই নগরী পরিপূর্ণ হল এবং তার মাঝে কেউই ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট বোধ করত না। ইন্দ্রের নেতৃত্বে সকল দেবতা তাঁদের মানমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য মূলতঃ ভগবানের কাছ থেকেই প্রাপ্ত তাঁদের সকল বিভূতিসমূহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধার্ঘস্বরূপ নিবেদন করলেন।

তাঁর প্রজারা এইভাবে সুরক্ষিত হয়েছে দেখে, শ্রীবলদেবের অনুমতি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ নিরস্ত্রভাবে মথুরা থেকে বাইরে এলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অস্তিঃ প্রাপ্তিশ্চ কংসস্য মহিষ্যৌ ভরতর্ষভ ।
মৃতে ভর্তরি দুঃখার্তে ঈয়তুঃ স্ম পিতুর্গৃহান্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অস্তিঃ প্রাপ্তিঃ চ**—অস্তি এবং প্রাপ্তি নামক; **কংসস্য**—কংসের; **মহিষ্যৌ**—দুই রাণী; **ভরত-ঋষভ**—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, (পরীক্ষিৎ); **মৃতে**—মৃত্যু হলে; **ভর্তরি**—তাদের স্বামীর; **দুঃখ**—দুঃখের সঙ্গে;

আর্তে—আর্ত হয়ে; **ঈয়তুঃ স্ম**—তারা গমন করল; **পিতুঃ**—তাদের পিতার; **গৃহান্**—গৃহে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, কংস যখন নিহত হল, তার দুই রাণী অস্তি ও প্রাপ্তি শোকার্ত হয়ে তাদের পিতৃগৃহে গমন করেছিল।

শ্লোক ২

পিত্রে মগধরাজায় জরাসন্ধায় দুঃখিতে ।
বেদয়াং চক্রতুঃ সর্বমাত্মবৈধব্যকারণম্ ॥ ২ ॥

পিত্রে—তাদের পিতার কাছে; **মগধ-রাজায়**—মগধের রাজা; **জরাসন্ধায়**—জরাসন্ধ নামক; **দুঃখিতে**—দুঃখিত; **বেদয়াম্ চক্রতুঃ**—তারা বর্ণনা করেছিল; **সর্বম্**—সব কিছু; **আত্ম**—তাদের নিজ; **বৈধব্য**—বৈধব্য দশার; **কারণম্**—কারণ।

অনুবাদ

শোকগ্রস্তা দুই রাণী তাদের পিতা মগধরাজ জরাসন্ধের কাছে গিয়ে তারা কিভাবে বিধবা হয়ে গেল, সেই সম্বন্ধে সমস্তই বর্ণনা করল।

শ্লোক ৩

স তদপ্রিয়মাকর্ণ্য শোকামর্ষযুতো নৃপ ।
অযাদবীং মহীং কর্তুং চক্রে পরমমুদ্যমম্ ॥ ৩ ॥

সঃ—সে, জরাসন্ধ; **তৎ**—সেই; **অপ্রিয়ম্**—অপ্রিয় সংবাদ; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **শোক**—শোক; **অমর্ষ**—এবং অসহ্য ক্রোধ; **যুতঃ**—প্রাপ্ত হয়ে; **নৃপ**—হে রাজন; **অযাদবীম্**—যাদবশূন্য; **মহীম্**—পৃথিবী; **কর্তুম্**—করার; **চক্রে**—সে করল; **পরমম্**—অতিশয়; **উদ্যমম্**—উদ্যম।

অনুবাদ

হে রাজন, সেই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করে, জরাসন্ধ শোক ও ক্রোধে পূর্ণ পৃথিবীকে যাদব শূন্য করার সব রকম সম্ভাব্য চূড়ান্ত উদ্যোগ শুরু করল।

শ্লোক ৪

অক্ষৌহিণীভির্বিংশত্যা তিসৃভিশ্চাপি সংবৃতঃ ।
যদুরাজধানীং মথুরাং ন্যরুধৎ সর্বতো দিশম্ ॥ ৪ ॥

অক্ষৌহিণীভিঃ—অক্ষৌহিণী বাহিনীর দ্বারা (প্রতিটি অক্ষৌহিণী দলে থাকে ২১, ৮৭০ জন হস্তী আরোহণকারী সৈন্য, ২১, ৮৭০ জন রথারোহী, ৬৫, ৬১০ জন অশ্বারোহী সৈন্য এবং ১,০৯,৩৫০ জন পদাতিক সৈন্য); **বিংশত্যা**—কুড়ি; **তিসৃভিঃ চ অপি**—আরো তিন; **সংবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **যদু**—যদু বংশের; **রাজধানীম্**—রাজধানী; **মথুরাম্**—মথুরা; **ন্যরুধৎ**—সে অবরোধ করল; **সর্বতঃ দিশম্**—চারদিকে।

অনুবাদ

ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী বাহিনী নিয়ে সে চতুর্দিক থেকে যদু-রাজধানী মথুরা অবরোধ করল।

তাৎপর্য

অক্ষৌহিণী বাহিনীতে কত সংখ্যক সৈন্য যুক্ত থাকে, তা শব্দার্থে দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন কালে এক অক্ষৌহিণী সেনা বলতে যুদ্ধের জন্য আদর্শ শক্তির পরিমাপ বোঝানো হত।

শ্লোক ৫-৬

নিরীক্ষ্য তদ্বলং কৃষ্ণ উদ্বেলমিব সাগরম্ ।
স্বপুরং তেন সংরুদ্ধং স্বজনং চ ভয়াকুলম্ ॥ ৫ ॥
চিন্তয়ামাস ভগবান্ হরিঃ কারণমানুষঃ ।
তদ্দেশকালানুগুণং স্বাবতারপ্রয়োজনম্ ॥ ৬ ॥

নিরীক্ষ্য—নিরীক্ষণ করে; **তৎ**—তার (জরাসন্ধের); **বলম্**—সেনা শক্তি; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **উদ্বেলম্**—সীমানা অতিক্রম করা; **ইব**—মতো; **সাগরম্**—এক সাগর; **স্ব**—তাঁর নিজ; **পুরম্**—নগরী, মথুরা; **তেন**—তা দ্বারা; **সংরুদ্ধম্**—অবরুদ্ধ; **স্ব-জনম্**—তাঁর প্রজাবর্গ; **চ**—এবং; **ভয়**—ভয় দ্বারা; **আকুলম্**—আকুল; **চিন্তয়াম্ আস**—তিনি চিন্তা করলেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হরিঃ**—শ্রীহরি; **কারণ**—সমস্ত কিছুর কারণ; **মানুষঃ**—মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ; **তৎ**—সেই জন্য; **দেশ**—স্থান; **কাল**—ও সময়; **অনুগুণম্**—যোগ্য; **স্ব-অবতার**—এই জগতে স্বীয় অবতরণের; **প্রয়োজনম্**—উদ্দেশ্য।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ, পরমেশ্বর ভগবান, এই জগতের আদি কারণ হলেও তিনি যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন মানুষের ভূমিকায় লীলা করেন। তাই যখন তিনি জরাসন্ধকে তাঁর নগরীর চারদিকে যেন এক উচ্ছ্বসিত মহাসমুদ্রের মতোই সৈন্য সমাবেশ করতে দেখলেন এবং দেখলেন কিভাবে এই সৈন্য বাহিনী তাঁর

প্রজাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করছে, তখন স্থান, কাল ও তাঁর বর্তমান অবতারত্বের যথার্থ উদ্দেশ্য অনুসারে তিনি তাঁর উপযুক্ত কর্তব্য নির্ধারণ করলেন।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গ উল্লেখ করেছেন যে, জরাসন্ধ ও তার সৈন্যদের মারাত্মক আক্রমণের জন্য পরমেশ্বর ভগবান চিন্তিত হননি। কিন্তু এখানে যেভাবে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ মানুষের ভূমিকায় লীলা করছিলেন (*কারণ-মানুষঃ*), এবং তিনি সেই ভূমিকায় যথার্থ আচরণ করেছেন। এই আচরণকে বলা হয় *লীলা*, তাঁর ভক্তদের আনন্দ বিধানের জন্য ভগবানের এই দিব্য লীলার অভিনয়। যদিও সাধারণ মানুষ ভগবানের লীলায় হতবাক হয়ে যেতে পারে, কিন্তু ভক্তগণ তাঁর আচরণের অনুকরণীয় শৈলীর মাধ্যমে প্রবল আনন্দ আস্বাদন করেন। তাই শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে ভাবছিলেন—"জরাসন্ধকে আমার কিভাবে পরাজিত করা উচিত? আমি কি জরাসন্ধকে বাদ দিয়ে সৈন্যদের হত্যা করব, অথবা জরাসন্ধকে বধ করে সৈন্যদের আমার দলে নিয়ে নেব? কিম্বা, তাদের সকলকেই আমার হত্যা করা উচিত।"

পরবর্তী শ্লোকগুলিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধান্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৭-৮

হনিষ্যামি বলং হ্যেতদ্ ভুবি ভারং সমাহিতম্ ।
মাগধেন সমানীতং বশ্যানাং সর্বভূভুজাম্ ॥ ৭ ॥
অক্ষৌহিণীভিঃ সংখ্যাতং ভটাশ্বরথকুঞ্জরৈঃ ।
মাগধস্তু ন হন্তব্যো ভূয়ঃ কর্তা বলোদ্যমম্ ॥ ৮ ॥

হনিষ্যামি—আমি হত্যা করব; **বলম্**—সৈন্যদের; **হি**—অবশ্যই; **এতৎ**—এই; **ভুবি**—পৃথিবীর; **ভারম্**—ভার; **সমাহিতম্**—সংস্থাপিত; **মাগধেন**—মগধরাজ জরাসন্ধ দ্বারা; **সমানীতম্**—একত্রে আনীত; **বশ্যানাম্**—বশীভূত; **সর্ব**—সকল; **ভূ-ভুজাম্**—রাজাদের; **অক্ষৌহিণীভিঃ**—অক্ষৌহিণী মধ্যে; **সংখ্যাতম্**—সংখ্যাত; **ভট**—(সমন্বিত) পদাতিক সৈন্যদের; **অশ্ব**—অশ্ব; **রথ**—রথ; **কুঞ্জরৈঃ**—এবং হস্তী; **মাগধঃ**—জরাসন্ধ; **তু**—তৎসত্ত্বেও; **ন হন্তব্যঃ**—হত্যা করব না; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **কর্তা**—সে প্রস্তুত করবে; **বল**—সৈন্য (সমাবেশের জন্য); **উদ্যমম্**—উদ্যম্।

অনুবাদ

[পরমেশ্বর ভগবান ভাবলেন—] যেহেতু জরাসন্ধের পদাতিক সৈন্য, অশ্ব, রথ, ও হস্তীদল সমন্বিত অক্ষৌহিণী সমূহের সৈন্যবাহিনী হয়ে উঠেছে পৃথিবীর

ভারস্বরূপ, যা মগধরাজ সমস্ত অনুগত রাজাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে এখানে সমবেত করেছে, তা আমি বিনষ্টই করব। কিন্তু একমাত্র জরাসন্ধকেই হত্যা করা উচিত হবে না, কারণ ভবিষ্যতে সে নিশ্চয়ই আরও এক সৈন্য সমাবেশ ঘটাবে।

তাৎপর্য

যথাযথ বিবেচনার পরে, শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, যেহেতু তিনি পৃথিবীতে অসুরদের বিনাশ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন এবং যেহেতু জরাসন্ধ সকল অসুরকে ভগবানের সম্মুখে নিয়ে আসার জন্য অত আগ্রহী, তাই জরাসন্ধকে জীবিত ও কর্মব্যস্ত করে রাখাটাই অধিকতর ফলপ্রসূ হবে।

শ্লোক ৯

এতদর্থোঽবতারোঽয়ং ভূভারহরণায় মে ।
সংরক্ষণায় সাধূনাং কৃতোঽন্যেষাং বধায় চ ॥ ৯ ॥

এতৎ—এই জন্য; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্য; **অবতারঃ**—অবতরণ; **অয়ম্**—এই; **ভূ**—পৃথিবীর; **ভার**—ভার; **হরণায়**—দূর করার জন্য; **মে**—আমার দ্বারা; **সংরক্ষণায়**—পূর্ণ সংরক্ষণের জন্য; **সাধূনাম্**—সাধুগণের; **কৃতঃ**—করেছি; **অন্যেষাম্**—অন্যান্যদের (অসাধু); **বধায়**—বধের জন্য; **চ**—এবং।

অনুবাদ

ভূ-ভার হরণ, সাধুগণের সংরক্ষণ এবং অসাধুগণের বিনাশ—এই আমার বর্তমান অবতারের উদ্দেশ্য।

শ্লোক ১০

অন্যোঽপি ধর্মরক্ষায়ৈ দেহঃ সংভ্রিয়তে ময়া ।
বিরামায়াপ্যধর্মস্য কালে প্রভবতঃ ক্বচিৎ ॥ ১০ ॥

অন্যঃ—অন্য; **অপি**—ও; **ধর্ম**—ধর্মের; **রক্ষায়ৈ**—রক্ষার জন্য; **দেহঃ**—দেহ; **সংভ্রিয়তে**—ধারণ করা হয়; **ময়া**—আমার দ্বারা; **বিরামায়**—নিবৃত্ত করার জন্য; **অপি**—ও; **অধর্মস্য**—অধর্মের; **কালে**—কোন সময়ে; **প্রভবতঃ**—প্রকট হয়ে ওঠে; **ক্বচিৎ**—তখন।

অনুবাদ

যখন কোনও সময়ে অধর্ম বিস্তার লাভ করে, তা নিবারণের জন্য এবং ধর্মের রক্ষার জন্য আমি অন্যান্য শরীরও ধারণ করি।

শ্লোক ১১

এবং ধ্যায়তি গোবিন্দ আকাশাৎ সূর্যবর্চসৌ ।
রথাবুপস্থিতৌ সদ্যঃ সসূতৌ সপরিচ্ছদৌ ॥ ১১ ॥

এবম্—এইভাবে; **ধ্যায়তি**—যখন তিনি ধ্যানরত ছিলেন; **গোবিন্দে**—শ্রীকৃষ্ণ; **আকাশাৎ**—আকাশ হতে; **সূর্য**—সূর্যসম; **বর্চসৌ**—দীপ্তি সম্পন্ন; **রথৌ**—দুটি রথ; **উপস্থিতৌ**—উপস্থিত হল; **সদ্যঃ**—সহসা; **স**—সহ; **সূতৌ**—সারথি; **স**—সহ; **পরিচ্ছদৌ**—উপকরণ।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] এইভাবে যখন ভগবান গোবিন্দ চিন্তা করছিলেন, তখন সূর্যের মতো দীপ্তিসম্পন্ন দুটি রথ সহসা আকাশ থেকে নেমে এল। সেগুলি সারথি ও উপকরণে পরিপূর্ণ ছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই বিষয়ে একমত যে, রথ দুটি ভগবানের আপন আলয়, বৈকুণ্ঠলোক, ভগবদ্ধাম থেকে নেমে এসেছিল। ভগবানের অতুলনীয় প্রযুক্তি কৌশল নিরীক্ষণ করে ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তগণ পরম আনন্দ লাভ করেন।

শ্লোক ১২

আয়ুধানি চ দিব্যানি পুরাণানি যদৃচ্ছয়া ।
দৃষ্ট্বা তানি হৃষীকেশঃ সঙ্কর্ষণমথাব্রবীৎ ॥ ১২ ॥

আয়ুধানি—অস্ত্রসমূহ; **চ**—এবং; **দিব্যানি**—দিব্য; **পুরাণানি**—প্রাচীন; **যদৃচ্ছয়া**—আপনা থেকে; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **তানি**—তাদের; **হৃষীকেশঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **সঙ্কর্ষণম্**—শ্রীবলরামকে; **অথ**—তখন; **অব্রবীৎ**—তিনি বললেন।

অনুবাদ

ভগবানের নিত্য দিব্য অস্ত্রশস্ত্রাদিও আপনা থেকে তাঁর সামনে আবির্ভূত হল। সেইসব লক্ষ্য করে, ইন্দ্রিয়াদির অধীশ্বর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীসঙ্কর্ষণকে বললেন।

শ্লোক ১৩-১৪

পশ্যার্য ব্যসনং প্রাপ্তং যদূনাং ত্বাবতাং প্রভো ।
এষ তে রথ আয়াতো দয়িতান্যায়ুধানি চ ॥ ১৩ ॥

এতদর্থং হি নৌ জন্ম সাধূনামীশ শর্মকৃৎ ।
ত্রয়োবিংশত্যনীকাখ্যং ভূমের্ভারমপাকুরু ॥ ১৪ ॥

পশ্য—দর্শন করুন; **আর্য**—হে শ্রদ্ধেয়; **ব্যসনম্**—বিপদ; **প্রাপ্তম্**—এখন উপস্থিত; **যদূনাম্**—যদুগণের; **ত্বা**—আপনার দ্বারা; **অবতাম্**—রক্ষিত; **প্রভো**—হে প্রভু; **এষঃ**—এই; **তে**—আপনার; **রথঃ**—রথ; **আয়াতঃ**—আগমন করেছে; **দয়িতানি**—প্রিয়; **আয়ুধানি**—অস্ত্রশস্ত্রাদি; **চ**—এবং; **এতৎ-অর্থম্**—এই উদ্দেশ্যের জন্য; **হি**—বস্তুত; **নৌ**—আমাদের; **জন্ম**—জন্ম; **সাধূনাম্**—সাধুভক্তগণের; **ঈশ**—হে ঈশ্বর; **শর্ম**—মঙ্গল; **কৃত**—করা; **ত্রয়ঃ-বিংশতি**—ত্রয়োবিংশতি; **অনীক**—সৈন্য; **আখ্যম্**—রূপ; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর; **ভারম্**—ভার; **অপাকুরু**—দূর করুন।

অনুবাদ

[ভগবান বললেন—] আমার শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আপনার মুখাপেক্ষী যদুগণকে অবরুদ্ধ করেছে যে বিপদ, তা লক্ষ্য করুন। হে প্রভু, আপনার নিজস্ব রথ ও প্রিয় অস্ত্রশস্ত্র আপনার সামনে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের ভক্তবৃন্দের কল্যাণ সুনিশ্চিত করার জন্যই আমরা জন্মগ্রহণ করেছি। কৃপা করে এখন এই ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণীর ভার পৃথিবী থেকে দূর করুন।

শ্লোক ১৫

এবং সম্মন্ত্র্য দাশার্হৌ দংশিতৌ রথিনৌ পুরাৎ ।
নির্জগ্মতুঃ স্বায়ুধাঢ্যৌ বলেনাল্পীয়সা বৃতৌ ॥ ১৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **সম্মন্ত্র্য**—তাঁকে আমন্ত্রণ করে; **দাশার্হৌ**—দশার্হ বংশের দুই সন্তান (কৃষ্ণ ও বলরাম); **দংশিতৌ**—বর্ম ধারণ করে; **রথিনৌ**—তাঁদের রথে আরোহণ করে; **পুরাৎ**—নগরী হতে; **নির্জগ্মতুঃ**—নির্গত হলেন; **স্ব**—তাঁদের নিজ; **আয়ুধ**—অস্ত্র দ্বারা; **আঢ্যৌ**—শোভিত হয়ে; **বলেন**—সৈন্য দ্বারা; **অল্পীয়সা**—অত্যন্ত অল্প; **বৃতৌ**—পরিবৃত হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভ্রাতাকে এইভাবে আমন্ত্রণ করার পর, সেই দুই দাশার্হ, কৃষ্ণ ও বলরাম, বর্ম পরিধান করে এবং তাঁদের সুশোভিত অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শন করতে করতে তাঁদের রথ চালনা করে নগরী হতে নির্গত হলেন। অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য তাঁদের সঙ্গে ছিল।

শ্লোক ১৬

শঙ্খং দধ্মৌ বিনির্গত্য হরির্দারুকসারথিঃ ।
ততোঽভূৎ পরসৈন্যানাং হৃদি বিত্রাসবেপথুঃ ॥ ১৬ ॥

শঙ্খম্—তাঁর শঙ্খ; **দধ্মৌ**—নিনাদিত করলেন; **বিনির্গত্য**—নির্গত হয়ে; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **দারুক-সারথিঃ**—যাঁর রথের সারথি ছিলেন দারুক; **ততঃ**—ফলে; **অভূৎ**—উদ্রেক হল; **পর**—শত্রুর; **সৈন্যানাম্**—সৈন্যগণের মধ্যে; **হৃদি**—তাদের হৃদয়ে; **বিত্রাস**—ভয়ের; **বেপথুঃ**—কম্পমান।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রথের সারথি দারুকের সঙ্গে নগরী থেকে নির্গত হয়ে শঙ্খধ্বনি করলেন এবং শত্রু সৈন্যগণের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হতে লাগল।

শ্লোক ১৭

তাবাহ মাগধো বীক্ষ্য হে কৃষ্ণ পুরুষাধম ।
ন ত্বয়া যোদ্ধুমিচ্ছামি বালেনৈকেন লজ্জয়া ।
গুপ্তেন হি ত্বয়া মন্দ ন যোৎস্যে যাহি বন্ধুহন্ ॥ ১৭ ॥

তৌ—তাঁদের দুজনকে; **আহ**—বললেন; **মাগধঃ**—জরাসন্ধ; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **হে কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **পুরুষ-অধম**—নরাধম; **ন**—না; **ত্বয়া**—তোমাদের সঙ্গে; **যোদ্ধুম্**—যুদ্ধ করতে; **ইচ্ছামি**—আমি ইচ্ছুক; **বালেন**—একজন বালকের; **একেন**—একা; **লজ্জয়া**—লজ্জায়; **গুপ্তেন**—গুপ্ত; **হি**—বস্তুত; **ত্বয়া**—তোমার সঙ্গে; **মন্দ**—হে মূর্খ; **ন যোৎস্যে**—আমি যুদ্ধ করব না; **যাহি**—চলে যাও; **বন্ধু**—স্বজনদের; **হন্**—হে হত্যাকারী।

অনুবাদ

জরাসন্ধ তাঁদের দুজনকে দেখে বলল—হে কৃষ্ণ, নরাধম! একজন বালকের সঙ্গে যুদ্ধ করা যেহেতু লজ্জাজনক, আমি তাই এইভাবে একাকী তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি না। তুমি মূর্খ, তাই লুকিয়ে থাকো—ওহে স্বজন হত্যাকারী, চলে যাও! আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব না।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী জরাসন্ধের কথাগুলিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। *পুরুষাধম্* কথাটিকে এইভাবে বোঝা যেতে পারে, *পুরুষা অধমা যস্মাৎ*, অর্থাৎ "কৃষ্ণ, যার কাছে সকল মানুষই নিকৃষ্ট।" অন্যভাবে, এখানে শ্রীকৃষ্ণকে "হে পুরুষোত্তম, শ্রেষ্ঠ

জীব" রূপে সম্বোধন করা হয়েছে। তেমনই, গুপ্তেন, 'লুকানো' শব্দটি নির্দেশ করছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সত্তা সকলেরই হৃদয়ে স্থিত এবং জড় দৃষ্টিতে তা দেখা যায় না। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে *ত্বয়া মন্দ* বাক্যাংশটিকে *ত্বয়া অমন্দ* রূপেও সন্ধি বিচ্ছেদ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে জরাসন্ধ ইঙ্গিত করছে যে, কৃষ্ণ মূর্খ তো নন, বরং অত্যন্ত সতর্ক। বন্ধু শব্দটি জরাসন্ধ 'স্বজন' জ্ঞানে প্রয়োগ করেছিল, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মামা কংসকে বধ করেছিলেন। যাই হোক, বন্ধ 'বন্ধন করা' ক্রিয়া থেকে বন্ধু শব্দটি এসেছে এবং তাই বন্ধু হন্ কথাটিকে 'যিনি অজ্ঞতার বন্ধন বিনাশ করেন' এই অর্থেও বোঝা যেতে পারে। তেমনই, *যাহি* 'চলে যাও' শব্দটি বোঝাচ্ছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল জীবকে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠার জন্য আশীর্বাদ করুন।

শ্লোক ১৮

তব রাম যদি শ্রদ্ধা যুধ্যস্ব ধৈর্যমুদ্বহ ।
হিত্বা বা মচ্ছরৈশ্ছিন্নং দেহং স্বর্যাহি মাং জহি ॥ ১৮ ॥

তব—তোমার; **রাম**—হে বলরাম; **যদি**—যদি; **শ্রদ্ধা**—দৃঢ় বিশ্বাস; **যুধ্যস্ব**—যুদ্ধ কর; **ধৈর্যম্**—ধৈর্য; **উদ্বহ**—অবলম্বন কর; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **বা**—বা; **মৎ**—আমার; **শরৈঃ**—বান দ্বারা; **ছিন্নম্**—বিচ্ছিন্ন; **দেহম্**—তোমার দেহ; **স্বঃ**—স্বর্গে; **যাহি**—যাও; **মাম্**—আমাকে (অথবা অন্য কোনভাবে); **জহি**—বধ কর।

অনুবাদ

তুমি, বলরাম, যদি মনে কর যে, তুমি লড়তে পারবে, তা হলে সাহস এবং ধৈর্য ধারণ কর এবং আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। আমার বাণ দ্বারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন তোমার দেহ ত্যাগ করে তুমি স্বর্গে যেতে পার, নতুবা আমাকে বধ কর।

তাৎপর্য

আচার্য শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, জরাসন্ধ সন্দেহ করেছিল যে, শ্রীবলরামের দেহ অবিনাশী আর তাই অধিকতর বাস্তব বিকল্পটি সে নিবেদন করেছিল যে, বলরামই জরাসন্ধকে বধ করুন।

শ্লোক ১৯

শ্রীভগবানুবাচ

ন বৈ শূরা বিকত্থন্তে দর্শয়ন্ত্যেব পৌরুষম্ ।
ন গৃহ্ণীমো বচো রাজন্নাতুরস্য মুমূর্ষতঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **ন**—কোর না; **বৈ**—বস্তুত; **শূরাঃ**—বীরগণ; **বিকত্থন্তে**—অসার দম্ভ প্রকাশ; **দর্শয়ন্তি**—তারা প্রদর্শন করে; **এব**—কেবলমাত্র; **পৌরুষম্**—তাদের বিক্রম; **ন গৃহ্ণীমঃ**—আমরা গ্রহণ করি না; **বচঃ**—বাক্যসম্ভার; **রাজন্**—হে রাজন্; **আতুরস্য**—মানসিকভাবে অস্থির; **মুমূর্ষতঃ**—মরণোন্মুখ।

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—প্রকৃত বীরগণ কেবলমাত্র দম্ভ প্রকাশ করে না, বরং কার্যক্ষেত্রে তাদের বিক্রম প্রদর্শন করে। আমরা কোনও আতঙ্কগ্রস্ত মুমূর্ষজনের কথা গুরুত্ব দিয়ে মেনে নিতে পারি না।

শ্লোক ২০

শ্রীশুক উবাচ

জরাসুতস্তাবভিসৃত্য মাধবৌ
মহাবলৌঘেন বলীয়সাবৃণোৎ ।
সসৈন্যযানধ্বজবাজিসারথী
সূর্যানলৌ বায়ুরিবাভ্ররেণুভিঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **জরা-সুতঃ**—জরাপুত্র; **তৌ**—তাঁদের দুজনকে; **অভিসৃত্য**—কাছে গিয়ে; **মাধবৌ**—মধু বংশের দুজনকে; **মহা**—মহা; **বল**—সৈন্যবলের; **ওঘেন**—প্লাবন দ্বারা; **বলীয়সা**—বলশালী; **আবৃণোৎ**—আবৃত করেছিল; **স**—সহ; **সৈন্য**—সৈন্য; **যান**—রথ; **ধ্বজ**—ধ্বজা; **বাজি**—অশ্ব; **সারথী**—রথের সারথিরা; **সূর্য**—সূর্য; **অনলৌ**—এবং অগ্নি; **বায়ুঃ**—বায়ু; **ইব**—যেমন; **অভ্র**—মেঘ দ্বারা; **রেণুভিঃ**—ধূলিকণা দ্বারা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—বায়ু যেমন মেঘরাশি দ্বারা সূর্যকে অথবা ধূলিকণা দ্বারা অগ্নিকে আবৃত করে, জরাপুত্রও সেই মধুবংশজ দুজনের দিকে অগ্রসর হল এবং তার বিশাল সৈন্যরাশি দিয়ে তাঁদের সৈন্য, রথ, ধ্বজ, অশ্ব ও সারথিদের সকলকেই বেষ্টন করেছিল।

তাৎপর্য

আচার্য শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, এটা কেবল মনে হয় যেন মেঘরাশি সূর্যকে আবৃত করেছে—কিন্তু বিশাল আকাশে সূর্য সমুজ্জ্বল রয়ে যায়। ধূলিকণার হাল্কা আবরণও অগ্নির শক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে না। তেমনই, জরাসন্ধের সেনা শক্তির 'আবরণ'ও ছিল নিতান্তই বাহ্যিক।

শ্লোক ২১

সুপর্ণতালধ্বজচিহ্নিতৌ রথাব্
অলক্ষয়ন্ত্যো হরিরাময়োর্মৃধে ।
স্ত্রিয়ঃ পুরাট্টালকহর্ম্যগোপুরং
সমাশ্রিতাঃ সম্মুমুহুঃ শুচার্দিতাঃ ॥ ২১ ॥

সুপর্ণ—গরুড় (বিষ্ণুকে বহনকারী পক্ষীর প্রতীক) সমন্বিত; **তাল**—এবং তালগাছ; **ধ্বজ**—ধ্বজ দ্বারা; **চিহ্নিতৌ**—চিহ্নিত; **রথৌ**—দুটি রথ; **অলক্ষয়ন্ত্যঃ**—চিনতে না পেরে; **হরি-রাময়োঃ**—কৃষ্ণ ও বলরামের; **মৃধে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীগণ; **পুর**—নগরীর; **অট্টালক**—উচ্চ গৃহে; **হর্ম্য**—প্রাসাদসমূহ; **গোপুরম্**—এবং পুরদ্বারে; **সমাশ্রিতাঃ**—অবস্থিত হয়ে; **সম্মুমুহুঃ**—মূর্চ্ছিতা হয়েছিলেন; **শুচা**—শোক দ্বারা; **অর্দিতাঃ**—পীড়িত হয়ে।

অনুবাদ

রমণীগণ সুউচ্চ গৃহ, প্রাসাদ ও নগরীর সিংহদ্বারগুলিতে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা যখন গরুড় ও তাল বৃক্ষের প্রতীক সমন্বিত ধ্বজা দ্বারা চিহ্নিত কৃষ্ণ ও বলরামের রথ দুটি আর দেখতে পেলেন না, তখন তাঁরা শোকাহত হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের প্রতি রমণীগণের অনন্যসাধারণ আসক্তির জন্যই তাঁরা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছেন।

শ্লোক ২২

হরিঃ পরানীকপয়োমুচাং মুহুঃ
শিলীমুখাত্যুল্বণবর্ষপীড়িতম্ ।
স্বসৈন্যমালোক্য সুরাসুরার্চিতং
ব্যস্ফূর্জয়চ্ছার্ঙ্গশরাসনোত্তমম্ ॥ ২২ ॥

হরিঃ—শ্রীকৃষ্ণ; **পর**—শত্রুর; **অনীক**—সৈন্যদের; **পয়ঃ-মুচাম্**—মেঘ (সদৃশ); **মুহুঃ**—পুনঃ পুনঃ; **শিলীমুখ**—তাদের বাণের; **অতি**—অতি; **উল্বণ**—ভয়ঙ্কর; **বর্ষ**—বর্ষণের দ্বারা; **পীড়িতম্**—পীড়িত; **স্ব**—তাঁর নিজ; **সৈন্যম্**—সৈন্য; **আলোক্য**—দর্শন করে; **সুর**—দেবতা দ্বারা; **অসুর**—এবং অসুর; **অর্চিতম্**—পূজিত; **ব্যস্ফূর্জয়ৎ**—তিনি টংকার করেছিলেন; **শার্ঙ্গ**—শার্ঙ্গ নামে পরিচিত; **শর-অসন**—তাঁর ধনুক; **উত্তমম্**—সর্বোত্তম।

অনুবাদ

তাঁকে ঘিরে সমবেত মেঘসদৃশ বিপুল শত্রু সৈন্যের দ্বারা অবিশ্রান্ত ও ভয়ঙ্কর বাণ বর্ষণে তাঁর সৈন্যদের পীড়িত হতে দর্শন করে, শ্রীহরি তাঁর শার্ঙ্গ নামক সর্বোত্তম ধনুকে টংকার ধ্বনি করলেন, যে-ধনুকটিকে দেবতা ও অসুরেরা উভয়েই পূজা করে থাকে।

শ্লোক ২৩

গৃহ্ণন্নিশঙ্গাদথ সন্দধচ্ছরান্
বিকৃষ্য মুঞ্চন্ শিতবাণপূগান্ ।
নিঘ্নন্ রথান্ কুঞ্জরবাজিপত্তীন্
নিরন্তরং যদ্বদলাতচক্রম্ ॥ ২৩ ॥

গৃহ্ণন্—গ্রহণ করে; **নিশঙ্গাৎ**—তাঁর তূণ থেকে; **অথ**—তখন; **সন্দধৎ**—সংযোজিত করে; **শরান্**—তীরসমূহ; **বিকৃষ্য**—গুণাকর্ষণ করে; **মুঞ্চন্**—মোচন করতে করতে; **শিত**—শাণিত; **বাণ**—তীরের; **পূগান্**—বন্যা; **নিঘ্নন্**—আঘাত করে; **রথান্**—রথসমূহ; **কুঞ্জর**—হস্তী; **বাজি**—অশ্ব; **পত্তীন্**—এবং পদাতিক সৈন্যদের; **নিরন্তরম্**—অবিশ্রান্তভাবে; **যদ্বৎ**—ঠিক যেন; **অলাত-চক্রম্**—অগ্নিব্যূহ রচনার জন্য চতুর্দিক ভ্রমণকারী জ্বলন্ত মশাল।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর তূণ থেকে তীরগুলি গ্রহণ করলেন, সেগুলি ধনুর্গুণে সংযোজিত করলেন, আকর্ষণ করলেন এবং অগণিত শাণিত বাণরাশি নিক্ষেপ করলেন, যা শত্রুর রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যদের আঘাত করল। ভগবান তাঁর বাণরাশিকে জ্বলন্ত অগ্নিবলয়ের মতো নিক্ষেপ করছিলেন।

শ্লোক ২৪

নির্ভিন্নকুম্ভাঃ করিণো নিপেতুর্
অনেকশোঽশ্বাঃ শরবৃক্ণকন্ধরাঃ ।
রথা হতাশ্বধ্বজসূতনায়কাঃ
পদায়তশ্ছিন্নভুজোরুকন্ধরাঃ ॥ ২৪ ॥

নির্ভিন্ন—দ্বিখণ্ডিত; **কুম্ভাঃ**—তাদের স্ফীতকায় কপাল; **করিণঃ**—হস্তীসমূহ; **নিপেতুঃ**—পতিত হল; **অনেকশঃ**—একসঙ্গে অনেকগুলি; **অশ্বাঃ**—অশ্ব; **শর**—বাণগুলির

দ্বারা; **বৃক্ণ**—ছিন্ন; **কন্ধরাঃ**—যার গ্রীবা; **রথাঃ**—রথ; **হত**—হত; **অশ্ব**—যার অশ্বগুলি; **ধ্বজ**—পতাকা; **সূত**—সারথিরা; **নায়কাঃ**—এবং রথীগণ; **পদায়তঃ**—পদাতিক সৈন্যরা; **ছিন্ন**—ছিন্ন; **ভুজ**—যার দুই বাহু; **উরু**—উরুদেশ; **কন্ধরাঃ**—এবং স্কন্ধ।

অনুবাদ

হাতিগুলির কপাল দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভূমিতে পতিত হল, সৈন্যবাহিনীর অশ্বগুলি ছিন্ন গ্রীবা হয়ে পতিত হল, রথগুলির অশ্ব, ধ্বজা, সারথি ও রথীগণ সহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পতিত হল এবং পদাতিক সৈন্যদের বাহু, উরু ও স্কন্ধ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে বিধ্বস্ত হল।

শ্লোক ২৫-২৮

সঞ্ছিদ্যমানদ্বিপদেভবাজিনাম্
অঙ্গপ্রসূতাঃ শতশোঽসৃগাপগাঃ ।
ভুজাহয়ঃ পূরুষশীর্ষকচ্ছপা
হতদ্বিপদ্বীপহয়গ্রহাকুলাঃ ॥ ২৫ ॥
করোরুমীনা নরকেশশৈবলা
ধনুস্তরঙ্গায়ুধগুল্মসঙ্কুলাঃ ।
অচ্ছূরিকাবর্তভয়ানকা মহা-
মণিপ্রবেকাভরণাশ্মশর্করাঃ ॥ ২৬ ॥
প্রবর্তিতা ভীরুভয়াবহা মৃধে
মনস্বিনাং হর্ষকরীঃ পরস্পরম্ ।
বিনিঘ্নতারীন্মুষলেন দুর্মদান্
সঙ্কর্ষণেনাপরিমেয়তেজসা ॥ ২৭ ॥
বলং তদঙ্গার্ণবদুর্গভৈরবং
দুরন্তপারং মগধেন্দ্রপালিতম্ ।
ক্ষয়ং প্রণীতং বসুদেবপুত্রয়োর্
বিক্রীড়িতং তজ্জগদীশয়োঃ পরম্ ॥ ২৮ ॥

সঞ্ছিদ্যমান—খণ্ড খণ্ড হওয়ায়; **দ্বি-পদ**—দ্বি-পদের (মনুষ্য); **ইভ**—হস্তী; **বাজিনাম্**—এবং অশ্ব; **অঙ্গ**—অঙ্গ হতে; **প্রসূতাঃ**—প্রবাহিত হচ্ছিল; **শতশঃ**—শত শত; **অসৃক্**—রক্তের; **আপ-গাঃ**—নদী; **ভুজ**—বাহু; **অহয়ঃ**—সর্পের ন্যায়; **পূরুষ**—

মানুষের; **শীর্ষ**—মস্তকগুলি; **কচ্ছপাঃ**—কচ্ছপের মতো; **হত**—মৃত; **দ্বিপ**—হাতিগুলি; **দ্বীপ**—দ্বীপের মতো; **হয়**—এবং অশ্বগুলি; **গ্রহ**—কুমীরের মতো; **আকুলাঃ**—পূর্ণ; **কর**—হস্ত; **উরু**—এবং উরু; **মীনাঃ**—মাছের মতো; **নর**—মানুষ; **কেশ**—কেশ; **শৈবলাঃ**—শৈবালের মতো; **ধনুঃ**—ধনুকগুলি; **তরঙ্গ**—তরঙ্গের মতো; **আয়ুধ**—এবং অস্ত্রগুলি; **গুল্ম**—গুল্ম; **সঙ্কুলাঃ**—পরিপূর্ণ; **অচ্ছুরিকা**—রথের চাকা; **আবর্ত**—ঘূর্ণাবর্তের মতো; **ভয়ানকাঃ**—ভয়ানক; **মহা-মণি**—মূল্যবাণ রত্নরাজি; **প্রবেক**—চমৎকার; **আভরণ**—এবং অলঙ্কারাদি; **অশ্ম**—প্রস্তরের মতো; **শর্করাঃ**—এবং কাঁকড়; **প্রবর্তিতাঃ**—প্রবর্তিত হয়েছিল; **ভীরু**—ভীরু; **ভয়-আবহাঃ**—ভয়াবহ; **মৃধে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **মনস্বিনাম্**—মনস্বীদের জন্য; **হর্ষকারীঃ**—হর্ষোৎফুল্ল; **পরস্পরম্**—পরস্পর; **বিনিঘ্নতা**—যিনি বিনাশ করছিলেন; **অরীন্**—তাঁর শত্রুদের; **মুষলেন**—তাঁর মুষল-অস্ত্র দিয়ে; **দুর্মদান্**—দুর্মদ; **সঙ্কর্ষণেন**—শ্রীবলরাম দ্বারা; **অপরিমেয়**—অপরিমেয়; **তেজসা**—যাঁর তেজ; **বলম্**—সৈন্যবল; **তৎ**—সেই; **অঙ্গ**—হে প্রিয় (রাজা পরীক্ষিৎ); **অর্ণব**—সমুদ্রের মতো; **দুর্গ**—অগাধ; **ভৈরবম্**—এবং ভয়ঙ্কর; **দুরন্ত**—পার হওয়া অসম্ভব; **পারম্**—যার সীমা; **মগধ-ইন্দ্র**—মগধরাজ জরাসন্ধ দ্বারা; **পালিতম্**—পরিরক্ষিত; **ক্ষয়ম্**—বিনাশ করার জন্য; **প্রণীতম্**—নেতৃত্ব করা; **বসুদেব-পুত্রয়োঃ**—বসুদেবের পুত্রদের জন্য; **বিক্রীড়িতম্**—খেলা; **তৎ**—সেই; **জগৎ**—জগতের; **ঈশয়োঃ**—ঈশ্বরের জন্য; **পরম্**—কেবল।

অনুবাদ

যুদ্ধক্ষেত্রে মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বের অঙ্গসমূহ, যা খণ্ড খণ্ড হয়েছিল, তা থেকে রক্তের শত শত নদী প্রবাহিত হয়েছিল। এই সমস্ত নদীগুলিতে হাতগুলি সাপের মতো, মানুষের মাথাগুলি কচ্ছপের মতো; মৃত হাতিগুলিকে দ্বীপের মতো এবং মৃত অশ্বগুলিকে কুমীরের মতো মনে হচ্ছিল। হাত এবং উরুগুলি মাছের মতো, মানুষের চুলের রাশিকে শৈবালের মতো, ধনুকগুলিকে ঢেউয়ের মতো এবং বিভিন্ন অস্ত্রগুলিকে গুল্মের মতো মনে হচ্ছিল। রক্তের নদীগুলি এই সমস্ত কিছুতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

রথের চাকাকে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণির মতো দেখাচ্ছিল এবং মূল্যবান রত্ন ও অলঙ্কারগুলিকে তীব্র বেগে প্রবাহিত রক্তের নদীতে পাথর ও কাঁকরের মতো মনে হচ্ছিল যা ভীরুদের মনে ভয় আর মনস্বিদের আনন্দ উদ্রেক করেছিল। অপরিমেয় শক্তিধর শ্রীবলরাম তাঁর মুষল অস্ত্রের আঘাতের দ্বারা মগধেন্দ্রর সৈন্য বাহিনীকে বিনাশ করেছিলেন এবং যদিও এই বাহিনী ছিল অগাধ ও দুষ্পার সমুদ্রের মতো ভয়ঙ্কর, কিন্তু জগতের ঈশ্বরদ্বয়, বসুদেবের দুই পুত্রের কাছে এই যুদ্ধ ছিল কেবল খেলা মাত্র।

শ্লোক ২৯

স্থিত্যুদ্ভবান্তং ভুবনত্রয়স্য যঃ
সমীহিতেঽনন্তগুণঃ স্বলীলয়া ।
ন তস্য চিত্রং পরপক্ষনিগ্রহস্
তথাপি মর্ত্যানুবিধস্য বর্ণ্যতে ॥ ২৯ ॥

স্থিতি—পালন; **উদ্ভব**—সৃষ্টি; **অন্তম্**—এবং প্রলয়; **ভুবন-ত্রয়স্য**—ত্রিভুবনের; **যঃ**—যিনি; **সমীহিতে**—করেন; **অনন্ত**—অসীম; **গুণঃ**—যাঁর চিন্ময় গুণাবলী; **স্বলীলয়া**—তাঁর নিজ লীলারূপে; **ন**—না; **তস্য**—তাঁর জন্য; **চিত্রম্**—অপূর্ব; **পর**—বিরোধকারী; **পক্ষ**—দলের; **নিগ্রহঃ**—বিনাশ সাধন; **তথা অপি**—তথাপি; **মর্ত্য**—মনুষ্য; **অনুবিধস্য**—অনুকরণকারী; **বর্ণ্যতে**—তা বর্ণনা করা হয়েছে।

অনুবাদ

যিনি ত্রিভুবনের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় রচনা করেন এবং যিনি অনন্ত চিন্ময় গুণাবলীসম্পন্ন, তাঁর কাছে মোটেই আশ্চর্যজনক নয় যে, তিনি একটি বিপক্ষ দলকে বিনাশ করছেন। তবুও, ভগবান যখন মনুষ্যের আচরণ অনুকরণ করে সেটি করেন, তখন ঋষিগণ তাঁর সেই আচরণের বন্দনা করেন।

তাৎপর্য

একবার দার্শনিক অ্যারিষ্টট্‌ল যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, ভগবান মনুষ্যেতর কার্যকলাপে কদাচিৎ অংশগ্রহণ করেন, কারণ সেই সকল সাধারণ কার্যকলাপই এমন এক দিব্য ব্যক্তিত্বের কাছে মূল্যহীন। একইভাবে, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, যিনি প্রায় নিশ্চিতরূপে কখনই অ্যারিষ্টট্‌লের রচনা পড়েননি, তিনিও তেমনই একটি যুক্তি উত্থাপন করেছেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র জগতের সৃষ্টি , পালন ও সংহার সাধন করেন, তাই তিনি যখন জরাসন্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন, সেটা কি নিতান্তই এক তুচ্ছ বৈসাদৃশ্য মনে হচ্ছে না?

উত্তরটি এইরকম—শ্রীভগবান মানুষের ভূমিকায় লীলাভিনয় করেন এবং তাঁর আনন্দময় শক্তি বিস্তার করে গতিষ্ণু কার্যকলাপ ও রহস্যময় রোমাঞ্চকর অপ্রাকৃত লীলাসমূহ সৃষ্টি করেন। ভগবানের যোগমায়া শক্তির দ্বারা, তিনি ঠিক মানুষের মতো অবতরণ করেন, আর এইভাবে আমরা জাগতিক মঞ্চে পরম পুরুষের লীলাভিনয় দর্শনের আনন্দ উপভোগ করতে পারি। নিঃসন্দেহে, অতিনিষ্ঠ অজ্ঞাবাদীরা তর্ক করবে যে, কৃষ্ণ যেহেতু ভগবান, তাই এর মাঝে কোন প্রকৃত রহস্যই নেই। এই ধরনের নাস্তিকেরা শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণীয় শক্তিকে বুঝতে পারে

না। এমন কি জাগতিক মঞ্চেও, সৌন্দর্য ও নাট্যরূপ নিজস্ব চমৎকার যুক্তিগুলি মেনে চলে এবং তেমনই আমরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর নিজস্বতার জন্যই ভালবাসি, আমরা তাঁর সৌন্দর্যের প্রশংসা করি তাঁরই জন্য এবং আমরা শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ উপভোগ করি কারণ তা প্রকৃতপক্ষে সর্বতোভাবেই চমৎকার। বস্তুত, শ্রীকৃষ্ণ জড়বাদী আত্মাভিমান চরিতার্থের উদ্দেশ্যে তাঁর লীলা সম্পাদন করেন না, বরং আমাদের আনন্দবিধানের জন্যই তিনি তা করেন। এইভাবে অপ্রাকৃত লীলা বিলাসাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মানব প্রেমের আচরণ করে থাকেন, যা ভগবানের প্রতি জাগতিক অভিমানের ঊর্ধ্বে অবস্থিত শুদ্ধ-চিত্তের জীবগণের পরম চিন্ময় আনন্দের জন্য ভগবানই সম্পাদন করেন।

এই বিষয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *গোপাল তাপনী উপনিষদ* থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন—*নরাকৃতি পরব্রহ্ম কারণ মানুষং* অর্থাৎ, "পরমব্রহ্ম তাঁর আপন উদ্দেশ্যের জন্য মানুষের মতো রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হন, যদিও তিনি সমস্ত কিছুর উৎস।" একইভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৩২) আমরা পাই *যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্* অর্থাৎ "চিন্ময় আনন্দের উৎস, সনাতন পরম ব্রহ্ম, তাদের মিত্র রয়েছেন।"

শ্লোক ৩০

জগ্রাহ বিরথং রামো জরাসন্ধং মহাবলম্ ।
হতানীকাবশিষ্টাসুং সিংহঃ সিংহমিবৌজসা ॥ ৩০ ॥

জগ্রাহ—তিনি বন্দী করলেন; **বিরথম্**—রথহীন; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **জরাসন্ধম্**—জরাসন্ধ; **মহা**—মহা; **বলম্**—বল; **হত**—নিহত; **অনীক**—যার সৈন্য; **অবশিষ্ট**—অবশিষ্ট; **অসুম্**—যার শ্বাস; **সিংহঃ**—একটি সিংহ; **সিংহম্**—আরেকটি সিংহ; **ইব**—যেমন; **ওজসা**—বলপূর্বক।

অনুবাদ

রথহীন ও হতসৈন্য জরাসন্ধের কেবলমাত্র নিঃশ্বাসটুকু অবশিষ্ট ছিল। সেই সময়ে শ্রীবলরাম বলপূর্বক সেই শক্তিশালী যোদ্ধাকে বন্দী করলেন, ঠিক যেমন কোনও সিংহ আরেকটি সিংহকে বলপূর্বক ধরাশায়ী করে।

শ্লোক ৩১

বধ্যমানং হতারাতিং পাশৈর্বারুণমানুষৈঃ ।
বারয়ামাস গোবিন্দস্তেন কার্যচিকীর্ষয়া ॥ ৩১ ॥

বধ্যমানম্—আবদ্ধ করতে আরম্ভ করলে; **হত**—যে বধ করেছিল; **অরাতিম্**—তার শত্রুদের; **পাশৈঃ**—পাশবন্ধন দ্বারা; **বারুণ**—বরুণ দেবতার; **মানুষৈঃ**—এবং সাধারণ মানুষের; **বারয়াম্ আস**—তাঁকে সংযত করলেন; **গোবিন্দঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **তেন**—তার (জরাসন্ধ) দ্বারা; **কার্য**—কিছু প্রয়োজন; **চিকীর্ষয়া**—পূর্ণ করার মানসে।

অনুবাদ

বরুণের দিব্য পাশবন্ধন ও অন্যান্য জাগতিক রজ্জু দ্বারা, বলরাম সেই বহু শত্রু হন্তা জরাসন্ধকে বন্ধন করতে শুরু করলেন। কিন্তু ভগবান গোবিন্দের তখনও জরাসন্ধের মাধ্যমে একটি উদ্দেশ্য পূর্ণ করা বাকি ছিল এবং তাই তিনি বলরামকে থামতে বললেন।

তাৎপর্য

হতারাতিম্ শব্দটির অর্থ "যে তার শত্রুদের হত্যা করেছে" বা "যার মাধ্যমে তার শত্রুরা নিহত হবে"। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই সুচিন্তিত মন্তব্য প্রদান করেছেন।

শ্লোক ৩২-৩৩

স মুক্তো লোকনাথাভ্যাং ব্রীড়িতো বীরসম্মতঃ ।
তপসে কৃতসঙ্কল্পো বারিতঃ পথি রাজভিঃ ॥ ৩২ ॥
বাক্যৈঃ পবিত্রার্থপদৈর্নয়নৈঃ প্রাকৃতৈরপি ।
স্বকর্মবন্ধপ্রাপ্তোঽয়ং যদুভিস্তে পরাভবঃ ॥ ৩৩ ॥

সঃ—সে, জরাসন্ধ; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **লোক-নাথাভ্যাম্**—দুই জগদীশ্বরের দ্বারা; **ব্রীড়িতঃ**—লজ্জিত; **বীর**—বীরগণ দ্বারা; **সম্মতঃ**—সম্মানিত; **তপসে**—তপশ্চর্যা সম্পাদনের জন্য; **কৃত-সঙ্কল্পঃ**—তাঁর মন স্থির করলেন; **বারিতঃ**—নিবারিত হয়েছিলেন; **পথি**—পথে; **রাজভিঃ**—রাজাদের দ্বারা; **বাক্যৈঃ**—বাক্য দ্বারা; **পবিত্র**—পবিত্র; **অর্থ**—অর্থবহ; **পদৈঃ**—শব্দাবলীর দ্বারা; **নয়নৈঃ**—যুক্তি সহকারে; **প্রাকৃতৈঃ**—লৌকিক; **অপি**—ও; **স্ব**—নিজ; **কর্ম-বন্ধ**—অতীত কর্মের অনিবার্য ফল হেতু; **প্রাপ্তঃ**—প্রাপ্ত; **অয়ম্**—এই; **যদুভিঃ**—যদুদের দ্বারা; **তে**—আপনার; **পরাভবঃ**—পরাজয়।

অনুবাদ

যোদ্ধাদের কাছে উচ্চসম্মানিত জরাসন্ধ দুই জগদীশ্বরের কাছ থেকে মুক্তি লাভ করে লজ্জা পেয়েছিল এবং তাই সে তপশ্চর্যার জন্য সঙ্কল্প করল। পথে, বিভিন্ন রাজারা তাকে নানাভাবে পারমার্থিক জ্ঞান ও লৌকিক যুক্তিদ্বারা বুঝিয়েছিল যে, তার পক্ষে আত্মনিগ্রহের ধারণা ত্যাগ করা উচিত। তারা তাকে বলেছিল, "তোমার অতীত কর্মের অনিবার্য ফলস্বরূপ যদুদের কাছে তোমার পরাজয় হয়েছে মাত্র।"

শ্লোক ৩৪

হতেষু সর্বানীকেষু নৃপো বার্হদ্রথস্তদা ।
উপেক্ষিতো ভগবতা মগধান্ দুর্মনা যযৌ ॥ ৩৪ ॥

হতেষু—নিহত হলে; **সর্ব**—সকল; **অনীকেষু**—তার সৈন্যবাহিনীর সেনারা; **নৃপঃ**—রাজা; **বার্হদ্রথঃ**—বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধ; **তদা**—তখন; **উপেক্ষিতঃ**—উপেক্ষিত হয়ে; **ভগবতা**—ভগবান কর্তৃক; **মগধান্**—মগধ রাজ্যে; **দুর্মনাঃ**—দুঃখিত চিত্তে; **যযৌ**—গমন করল।

অনুবাদ

তার সকল সৈন্য নিহত হলে এবং নিজেও পরমেশ্বর ভগবানের কাছে উপেক্ষিত হয়ে, বৃহদ্রথপুত্র রাজা জরাসন্ধ তখন মনের দুঃখে মগধ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করল।

শ্লোক ৩৫-৩৬

মুকুন্দোঽপ্যক্ষতবলো নিস্তীর্ণারিবলার্ণবঃ ।
বিকীর্যমাণঃ কুসুমৈস্ত্রিদশৈরনুমোদিতঃ ॥ ৩৫ ॥
মাথুরৈরুপসঙ্গম্য বিজ্বরৈর্মুদিতাত্মভিঃ ।
উপগীয়মানবিজয়ঃ সূতমাগধবন্দিভিঃ ॥ ৩৬ ॥

মুকুন্দঃ—শ্রীকৃষ্ণ; **অপি**—এবং; **অক্ষত**—অক্ষত; **বলঃ**—তাঁর সৈন্যবাহিনী; **নিস্তীর্ণ**—উত্তীর্ণ হলে; **অরি**—তাঁর শত্রুর; **বল**—সৈন্যদের; **অর্ণবঃ**—সমুদ্র; **বিকীর্যমাণঃ**—তাঁর উপরে বর্ষণ করলেন; **কুসুমৈঃ**—পুষ্পরাশি; **ত্রিদশৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **অনুমোদিতঃ**—অভিনন্দিত; **মাথুরৈঃ**—মথুরার জনসাধারণ দ্বারা; **উপসঙ্গম্য**—মিলিত হয়ে; **বিজ্বরৈঃ**—যারা তাদের জ্বর হতে মুক্ত হয়েছিল; **মুদিত-আত্মভিঃ**—মহা আনন্দ অনুভূত; **উপগীয়মান**—গান করে; **বিজয়ঃ**—তাঁর বিজয়; **সূত**—পৌরাণিক চারণকবি দ্বারা; **মাগধ**—প্রশংসাকারী; **বন্দিভিঃ**—এবং ঘোষক।

অনুবাদ

ভগবান মুকুন্দ তাঁর নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে সম্পূর্ণ অক্ষতভাবে তাঁর শত্রুর সৈন্যের সমুদ্র উত্তীর্ণ হলেন। তিনি স্বর্গের অধিবাসীদের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন এবং তাঁর ওপরে তাঁরা পুষ্পবর্ষণ করলেন। মথুরাবাসী তাদের প্রচণ্ড আশঙ্কার উত্তাপ থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দে পরিপূর্ণ হলেন, আর চারণকবি, ঘোষক এবং স্তাবকেরা তাঁর বিজয়ের স্তুতি গান করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য বেরিয়ে এলেন।

শ্লোক ৩৭-৩৮

শঙ্খদুন্দুভয়ো নেদুর্ভেরীতূর্যাণ্যনেকশঃ ।
বীণাবেণুমৃদঙ্গানি পুরং প্রবিশতি প্রভৌ ॥ ৩৭ ॥
সিক্তমার্গাং হৃষ্টজনাং পতাকাভিরভ্যলঙ্কৃতাম্ ।
নির্ঘুষ্টাং ব্রহ্মঘোষেণ কৌতুকাবদ্ধতোরণাম্ ॥ ৩৮ ॥

শঙ্খ—শঙ্খ; **দুন্দুভয়ঃ**—এবং দুন্দুভি; **নেদুঃ**—ধ্বনিত হয়েছিল; **ভেরী**—ভেরী; **তূর্যাণি**—এবং শিঙা; **অনেকশঃ**—এক সঙ্গে অনেক বাদ্য; **বীণা**—বীণা; **বেণু**—বেণু; **মৃদঙ্গানি**—এবং মৃদঙ্গ; **পুরম্**—নগরী (মথুরা); **প্রবিশতি**—তিনি প্রবেশ করলে; **প্রভৌ**—ভগবান; **সিক্ত**—জল দ্বারা অভিষিক্ত; **মার্গাম্**—রাজপথ; **হৃষ্ট**—আনন্দিত; **জনাম্**—এর নাগরিকগণ; **পতাকাভিঃ**—পতাকায়; **অভ্যলঙ্কৃতাম্**—যথেষ্টরূপে অলঙ্কৃত; **নির্ঘুষ্টাম্**—নিনাদিত; **ব্রহ্ম**—বেদের; **ঘোষেণ**—কীর্তন দ্বারা; **কৌতুক**—উৎসব; **আবদ্ধ**—অলঙ্কারাদি; **তোরণাম্**—এর তোরণসমূহে।

অনুবাদ

ভগবান তাঁর নগরীতে প্রবেশ করলে, শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনিত হল এবং অনেক ঢোল, শিঙা, বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গের ঐকতান বেজে উঠল। রাজপথগুলি জলে সিক্ত করা হয়েছিল, সর্বত্র পতাকা উড়ছিল এবং তোরণগুলি উৎসবের জন্য অলঙ্কৃত করা হয়েছিল। নগরবাসীরা উল্লসিত হয়ে উঠেছিল এবং বৈদিক মন্ত্রের কীর্তনে নগরী নিনাদিত হচ্ছিল।

শ্লোক ৩৯

নিচীয়মানো নারীভির্মাল্যদধ্যক্ষতাঙ্কুরৈঃ ।
নিরীক্ষ্যমাণঃ সস্নেহং প্রীত্যুৎকলিতলোচনৈঃ ॥ ৩৯ ॥

নিচীয়মানঃ—তাঁর উপরে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন; **নারীভিঃ**—নারীগণ; **মাল্য**—পুষ্পমাল্য; **দধি**—দধি; **অক্ষত**—ঈষৎ ভাজা চাল; **অঙ্কুরৈঃ**—এবং অঙ্কুর; **নিরীক্ষ্যমাণঃ**—নিরীক্ষণ করছিলেন; **সস্নেহম্**—সস্নেহে; **প্রীতি**—প্রীতিবশতঃ; **উৎকলিত**—ব্যাকুলিত; **লোচনৈঃ**—নয়নে।

অনুবাদ

পুর রমণীরা যখন সস্নেহে ভগবানকে দর্শন করছিলেন তখন প্রীতিবশতঃ তাঁদের নয়ন ব্যাকুলিত হয়েছিল এবং তাঁরা তাঁর উপর পুষ্প মাল্য, দধি, অক্ষত তণ্ডুল ও অঙ্কুর ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন।

তাৎপর্য

এই সমস্ত কিছু ঘটেছিল যখন ভগবান কৃষ্ণ মথুরা নগরীতে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ৪০

আয়োধনগতং বিত্তমনন্তং বীরভূষণম্ ।
যদুরাজায় তৎ সর্বমাহৃতং প্রাদিশৎ প্রভুঃ ॥ ৪০ ॥

আয়োধন-গতম্—যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত; **বিত্তম্**—সম্পদসমূহ; **অনন্তম্**—অসংখ্য; **বীর**—বীরগণের; **ভূষণম্**—ভূষণ; **যদু-রাজায়**—যদুগণের রাজা, উগ্রসেনকে; **তৎ**—সেই; **সর্বম্**—সকল; **আহৃতম্**—সংগৃহীত; **প্রাদিশৎ**—উপহার প্রদান করলেন; **প্রভুঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত সকল সম্পদ—প্রধানত, মৃত যোদ্ধাদের অসংখ্য ভূষণসমূহ, যদুরাজকে উপহার প্রদান করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর যোগ করেছেন যে, রত্ন অলঙ্কারসমূহ ঘোড়া ও অন্যান্য জন্তুদের থেকেও সংগৃহীত হয়েছিল। যারা নীতিবাগীশ, তাদের উদ্দেশ্যে এখানে সংযোজন করা যেতে পারে যে, কৃষ্ণ ও বলরামসহ মথুরা নগরীর শেষ মানুষটিকে পর্যন্ত হত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়েই জরাসন্ধ মথুরায় এসেছিল। ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় বদ্ধজীব তার নিজের সৃষ্ট প্রতিবিধানের ফলাফল নিজেই উপলব্ধি করার সুযোগ পায় এবং এইভাবেই প্রকৃতির বিধান ও ভগবানের মর্যাদা সম্পর্কে তাদের আরও সচেতন হতে সাহায্য করেন। অবশেষে, জরাসন্ধ এবং অন্যান্যদের, যুদ্ধক্ষেত্রে বধ করে শ্রীকৃষ্ণ তাদের অপ্রাকৃত মুক্তির পুরষ্কার প্রদান করেছিলেন। ভগবান কঠোর, কিন্তু তিনি বিদ্বেষপরায়ণ নন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি কৃপার সমুদ্র।

শ্লোক ৪১

এবং সপ্তদশকৃত্বস্তাবত্যক্ষৌহিণীবলঃ ।
যুযুধে মাগধো রাজা যদুভিঃ কৃষ্ণপালিতৈঃ ॥ ৪১ ॥

এবম্—এইভাবে; **সপ্ত-দশ**—সতের; **কৃত্বঃ**—বার; **তাবতি**—এমনকি এইভাবে (পরাজিত হয়েও); **অক্ষৌহিণী**—সমগ্র সৈন্যসমাবেশের; **বলঃ**—তাঁর সামরিক শক্তি; **যুযুধে**—যুদ্ধ করেছিল; **মাগধঃ রাজা**—মগধের রাজা; **যদুভিঃ**—যদুদের সঙ্গে; **কৃষ্ণ-পালিতৈঃ**—কৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত।

অনুবাদ

এই একইভাবে সতেরবার মগধরাজকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। কিন্তু তবুও এতবার পরাজয় সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত, যদুরাজের বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁর অক্ষৌহিণী বাহিনী নিয়ে সে যুদ্ধ করেছিল।

শ্লোক ৪২

অক্ষিণ্বংস্তদ্বলং সর্বং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণতেজসা ।
হতেষু স্বেষ্বনীকেষু ত্যক্তোঽগাদরিভির্নৃপঃ ॥ ৪২ ॥

অক্ষিণ্বন্—তাঁরা ধ্বংস করেছিলেন; তৎ—সেই; বলম্—বল; সর্বম্—সামগ্রিক; বৃষ্ণয়ঃ—বৃষ্ণিগণ; কৃষ্ণ-তেজসা—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তি দ্বারা; হতেষু—হত হলে; স্বেষু—তার; অনীকেষু—সৈন্যরা; ত্যক্তঃ—পরিত্যক্ত; অগাৎ—গমন করলেন; অরিভিঃ—তার শত্রুর দ্বারা; নৃপঃ—রাজা, জরাসন্ধ।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তি দ্বারা, বৃষ্ণিগণ নিশ্চিতরূপে জরাসন্ধের সকল বাহিনীকে ধ্বংস করেছিলেন এবং যখন তার সকল সৈন্য নিহত হল, তখন রাজা তার শত্রুর দ্বারা মুক্ত হয়ে আবার ফিরে গিয়েছিল।

শ্লোক ৪৩

অষ্টাদশমসংগ্রাম আগামিনি তদন্তরা ।
নারদপ্রেষিতো বীরো যবনঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৪৩ ॥

অষ্টা-দশম—আঠারোবারের; সংগ্রামে—যুদ্ধে; আগামিনি—সম্ভাবনার; তৎ-অন্তরা—সময়ে; নারদ—নারদমুনি দ্বারা; প্রেষিতঃ—প্রেরিত; বীরঃ—এক যোদ্ধা; যবনঃ—এক বর্বর (কালযবন নামক); প্রত্যদৃশ্যত—উপস্থিত হল।

অনুবাদ

ঠিক যখন অষ্টাদশবারের যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছিল, তখন নারদ মুনির প্রেরিত কালযবন নামে এক বর্বর যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হল।

শ্লোক ৪৪

রুরোধ মথুরামেত্য তিসৃভির্ম্লেচ্ছকোটিভিঃ ।
নৃলোকে চাপ্রতিদ্বন্দ্বো বৃষ্ণীন্ শ্রুত্বাত্মসম্মিতান্ ॥ ৪৪ ॥

রুরোধ—সে অবরোধ করল; **মুথরাম্**—মথুরা; **এত্য**—সেখানে পৌঁছিয়ে; **তিসৃভিঃ**—তিনগুণ; **ম্লেচ্ছ**—ম্লেচ্ছ বর্বর; **কোটিভিঃ**—এক কোটি; **নৃ-লোকে**—মানবজাতির মধ্যে; **চ**—এবং; **অপ্রতিদ্বন্দ্বঃ**—কোন উপযুক্ত প্রতিপক্ষ না পেয়ে; **বৃষ্ণীন্**—বৃষ্ণিগণকে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **আত্ম**—আত্ম; **সম্মিতান্**—তুল্য।

অনুবাদ

মথুরায় এসে এই যবন তিন কোটি বর্বর সৈন্য দিয়ে নগরী অবরোধ করেছিল। সে কখনই যুদ্ধ করার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষ খুঁজে পায়নি, কিন্তু সে শুনেছিল যে, বৃষ্ণিরা ছিল তার সমকক্ষ।

তাৎপর্য

কালযবনের ইতিহাস সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *বিষ্ণুপুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন, "একবার গর্গমুনিকে তাঁর ভগ্নীপতি নপুংসক বলে উপহাস করেছিল, এবং যাদবরা যখন তা শুনল, তখন তারা প্রাণ খুলে হেসে উঠেছিল। তাদের হাসিতে ক্রুদ্ধ হয়ে গর্গমুনি দক্ষিণপথে যাত্রা করে ভাবলেন, 'যাদবদের ত্রাস সঞ্চারকারী আমার একটি পুত্র যেন হয়।' লৌহচূর্ণ ভক্ষণ করে তিনি দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করলেন এবং বারো বৎসর পর তাঁর আকাঙ্ক্ষিত বর লাভ করলেন। উল্লসিত হয়ে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

"পরে, নিঃসন্তান যবনরাজ যখন তাঁর কাছে সন্তান প্রার্থনা করলেন, তখন গর্গমুনি যবনের পত্নীর গর্ভে একটি পুত্র কালযবনের জন্ম দান করলেন। কালযবন ভগবান শিবের মহাকালরূপ প্রচণ্ড রোষ ধারণ করেছিল। একবার কালযবন নারদমুনিকে জিজ্ঞাসা করল, 'পৃথিবীতে এখন সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা কারা?' নারদ উত্তর দেন যে, যদুগণই শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী। এইভাবে নারদের প্রেরিত, কালযবন মথুরায় উপস্থিত হয়েছিল।"

শ্লোক ৪৫

তং দৃষ্ট্বাচিন্তয়ৎ কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণসহায়বান্ ।
অহো যদূনাং বৃজিনং প্রাপ্তং হ্যুভয়তো মহৎ ॥ ৪৫ ॥

তম্—তাকে; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **অচিন্তয়ৎ**—ভাবলেন; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **সঙ্কর্ষণ**—শ্রীবলরাম দ্বারা; **সহায়বান্**—সহযোগী; **অহো**—আহা; **যদূনাম্**—যদুদের জন্য; **বৃজিনম্**—একটি সমস্যা; **প্রাপ্তম্**—উপস্থিত হয়েছে; **হি**—নিঃসন্দেহে; **উভয়তঃ**—উভয় দিক হতে (কালযবনের দিক থেকে এবং জরাসন্ধের দিক থেকেও); **মহৎ**—মহা।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীসঙ্কর্ষণ যখন কালযবনকে দেখলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভাবলেন এবং বললেন, "আহা, দুদিক থেকেই মহাবিপদ এখন যদুদের ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে।

তাৎপর্য

আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারি যে, ভীষণ অসমতার বিপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে সতেরবার পরাজিত করা সত্ত্বেও, তিনি তৎক্ষণাৎ কালযবনের সৈন্যদের ধ্বংস করেননি, এবং এইভাবে, পূর্ববর্তী তাৎপর্যে বর্ণিত দেবাদিদেব শিব দ্বারা গর্গমুনিকে প্রদত্ত বর তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

শ্লোক ৪৬

যবনোঽয়ং নিরুন্ধেঽস্মানদ্য তাবন্মহাবলঃ ।
মাগধোঽপ্যদ্য বা শ্বো বা পরশ্বো বাগমিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥

যবনঃ—বিদেশী বর্বর; অয়ম্—এই; নিরুন্ধে—অবরুদ্ধ করেছে; অস্মান্—আমাদের; অদ্য—আজ; তাবৎ—তাবৎ; মহাবলঃ—মহাবলশালী; মাগধঃ—জরাসন্ধ; অপি—ও; অদ্য—আজ; বা—বা; শ্বঃ—কাল; বা—বা; পরশ্বঃ—পরশু; বা—বা; আগমিষ্যতি—আসবে।

অনুবাদ

"এই যবন ইতিমধ্যে আমাদের অবরুদ্ধ করেছে, এবং মগধের পরাক্রমী রাজাও শীঘ্রই এখানে আজ না হলেও কাল অথবা পরশু এসে উপস্থিত হবে।

শ্লোক ৪৭

আবয়োঃ যুধ্যতোরস্য যদ্যাগন্তা জরাসুতঃ ।
বন্ধূন্ হনিষ্যত্যথ বা নেষ্যতে স্বপুরং বলী ॥ ৪৭ ॥

আবয়োঃ—আমরা দুজনে; যুধ্যতোঃ—যখন যুদ্ধ করব; অস্য—তার সঙ্গে (কালযবন); যদি—যদি; আগন্তা—আগমন করে; জরা-সুতঃ—জরার পুত্র; বন্ধূন্—আমাদের আত্মীয়স্বজন; হনিষ্যতি—সে হত্যা করবে; অথ বা—অথবা; নেষ্যতে—সে নিয়ে যাবে; স্ব—তার নিজের; পুরম্—নগর; বলী—বলরাম।

অনুবাদ

"আমরা যখন কালযবনের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকব, তখন যদি বলবান জরাসন্ধ আসে, তা হলে জরাসন্ধ আমাদের আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করতে পারে অথবা তার রাজধানীতে তাদের নিয়ে চলে যেতে পারে।

শ্লোক ৪৮

তস্মাদদ্য বিধাস্যামো দুর্গং দ্বিপদদুর্গমম্ ।
তত্র জ্ঞাতীন্ সমাধায় যবনং ঘাতয়ামহে ॥ ৪৮ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; অদ্য—আজকে; বিধাস্যামঃ—আমরা নির্মাণ করব; দুর্গম্—একটি দুর্গ; দ্বিপদ—মানুষের; দুর্গমম্—দুর্গম; তত্র—সেখানে; জ্ঞাতীন্—আমাদের পরিবারের সদস্যরা; সমাধায়—রেখে; যবনম্—যবনকে; ঘাতায়ামহে—আমরা হত্যা করব।

অনুবাদ

"সুতরাং আমরা এখনই এমন একটি দুর্গ নির্মাণ করব, যাতে কোন মানবশক্তিই বলপ্রয়োগ করে প্রবেশ করতে পারবে না। আমরা আমাদের পরিবারের সকলকে সেখানে রেখে আসি এবং তারপর সেই বর্বর রাজাকে বধ করি।"

শ্লোক ৪৯

ইতি সম্মন্ত্র্য ভগবান্ দুর্গং দ্বাদশযোজনম্ ।
অন্তঃসমুদ্রে নগরং কৃৎস্নাদ্ভুতমচীকরৎ ॥ ৪৯ ॥

ইতি—এইভাবে; সম্মন্ত্র্য—আলোচনা করে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; দুর্গম্—একটি দুর্গ; দ্বাদশ-যোজনম্—দ্বাদশযোজন (প্রায় ১০০ মাইল); অন্তঃ—মধ্যে; সমুদ্রে—সমুদ্রে; নগরম্—একটি নগর; কৃৎস্ন—সমস্ত কিছু সহ; অদ্ভুতম্—অদ্ভুত; অচীকরৎ—তিনি নির্মাণ করলেন।

অনুবাদ

এইভাবে বলরামের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনার পর পরমেশ্বর ভগবান সমুদ্রের মধ্যে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত একটি দুর্গ প্রস্তুত করলেন। সেই দুর্গের ভিতরে সকল রকম অদ্ভুত বস্তু সমন্বিত একটি নগর নির্মাণ করলেন।

শ্লোক ৫০-৫৩

দৃশ্যতে যত্র হি ত্বাষ্ট্রং বিজ্ঞানং শিল্পনৈপুণম্ ।
রথ্যাচত্বরবীথীভির্যথাবাস্তু বিনির্মিতম্ ॥ ৫০ ॥
সুরদ্রুমলতোদ্যানবিচিত্রোপবনান্বিতম্ ।
হেমশৃঙ্গৈর্দিবিস্পৃগ্‌ভিঃ স্ফটিকাট্টালগোপুরৈঃ ॥ ৫১ ॥

রাজতারকুটৈঃ কোষ্ঠৈর্হেমকুম্ভৈরলঙ্কৃতৈঃ ।
রত্নকূটৈর্গৃহৈর্হেমৈর্মহামারকতস্থলৈঃ ॥ ৫২ ॥
বাস্তোষ্পতীনাং চ গৃহৈর্বল্লভীভিশ্চ নির্মিতম্ ।
চাতুর্বর্ণ্যজনাকীর্ণং যদুদেবগৃহোল্লসৎ ॥ ৫৩ ॥

দৃশ্যতে—দেখা গেল; **যত্র**—যেখানে; **হি**—বস্তুত; **ত্বাষ্ট্রম্**—ত্বষ্টার (বিশ্বকর্মার), দেবতাদের স্থপতি; **বিজ্ঞানম্**—বৈজ্ঞানিক জ্ঞান; **শিল্প**—স্থাপত্যকলায়; **নৈপুণম্**—দক্ষতা; **রথ্যা**—রাজপথ; **চত্বর**—উঠোন; **বীথীভিঃ**—এবং বাণিজ্যিকসরণী; **যথা-বাস্তু**—প্রশস্ত ভূখণ্ডের উপর; **বিনির্মিতম্**—নির্মিত হল; **সুর**—দেবতাদের; **দ্রুম**—তরু; **লতা**—এবং লতাসমূহ; **উদ্যান**—বাগানসমূহ; **বিচিত্র**—বিচিত্র; **উপবন**—এবং বাগান; **অন্বিতম্**—সমন্বিত; **হেম**—স্বর্ণ; **শৃঙ্গৈঃ**—শৃঙ্গ সমন্বিত; **দিবি**—আকাশ; **স্পৃগ্‌ভিঃ**—স্পর্শিত; **স্ফটিকা**—স্ফটিকের; **অট্টাল**—শিখর সমন্বিত; **গোপুরৈঃ**—তোরণযুক্ত; **রাজত**—রূপার; **আরকুটৈঃ**—এবং পিতল; **কোষ্ঠৈঃ**—কোষাগার, গুদাম্, ও অশ্বশালা; **হেম**—স্বর্ণ; **কুম্ভৈঃ**—কলস দ্বারা; **অলঙ্কৃতৈঃ**—শোভিত; **রত্ন**—রত্ন; **কূটৈঃ**—শিখর সমন্বিত; **গৃহৈঃ**—গৃহ যুক্ত; **হেমৈঃ**—সোনার; **মহা-মারকত**—মূল্যবান পান্নার; **স্থলৈঃ**—ভূমিতল সমন্বিত; **বাস্তোঃ**—পরিবারের; **পতীনাম্**—অধিষ্ঠিত বিগ্রহের; **চ**—এবং; **গৃহৈঃ**—মন্দির যুক্ত; **বল্লভীভিঃ**—অট্টালিকার শীর্ষকক্ষ সমন্বিত; **চ**—এবং; **নির্মিতম্**—নির্মিত; **চাতুঃ-বর্ণ্য**—চারি বর্ণবিভাগের; **জন**—জনগণ; **আকীর্ণম্**—পরিপূর্ণ ছিল; **যদু-দেব**—যদুগণের দেব, শ্রীকৃষ্ণ; **গৃহ**—গৃহ দ্বারা; **উল্লসৎ**—শোভিত ছিল।

অনুবাদ

সেই নগর নির্মাণে বিশ্বকর্মার বিজ্ঞানসম্মত পূর্ণ জ্ঞান ও স্থাপত্য দক্ষতা পরিলক্ষিত হত। সেখানে বিস্তীর্ণ বীথি পথ, বাণিজ্য পথ ও প্রশস্ত ভূখণ্ডের উপরে নির্মিত চত্বর থাকত আর ছিল বিচিত্র উপবন এবং স্বর্গীয় তরুলতা দিয়ে সাজানো বাগান। সুউচ্চ তোরণদ্বারগুলিতে থাকত স্বর্ণশৃঙ্গ এবং সেগুলির উপরিভাগে স্ফটিক দিয়ে সুসজ্জিত হত। সুবর্ণমণ্ডিত বাড়িগুলির সামনে সোনার কলস এবং শিখরে রত্নখচিত ছাদ থাকত এবং সেগুলির মেঝেতে মূল্যবান মরকতমণি গাঁথা থাকত। বাড়িগুলি ছাড়াও কোষাগার, গুদাম ও সুন্দর অশ্বদের জন্য অশ্বশালা সমস্ত কিছুই রূপা ও পিতলে নির্মিত হয়েছিল। প্রত্যেক আবাসনেই একটি শীর্ষকক্ষ থাকত এবং সেখানকার গৃহদেবতার জন্য একটি মন্দিরও থাকত। সমাজের সকল প্রকার চারি বর্ণের মানুষে পরিপূর্ণ সেই নগরী যদুগণের নাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদটিকে নিয়ে বিশেষভাবে শোভা পেত।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, রাজ্যের রাজপথগুলি (*রথ্যাঃ*) সামনে থাকত এবং আনুষঙ্গিক রাস্তাগুলি তার পেছনে ছিল, আর এই দুই রাস্তার মাঝখানে ছিল প্রশস্ত চত্বর (*চত্বরাণি*)। এই চত্বরগুলির মধ্যে প্রাচীরের বেষ্টনী ছিল এবং এই প্রাচীরের অভ্যন্তরে থাকত স্বর্ণনির্মিত আবাসন যার শিখরে থাকত স্বর্ণকুম্ভ চূড়া সমন্বিত স্ফটিকের শীর্ষকক্ষ। এইভাবে অট্টালিকাগুলি হত বহুতলবিশিষ্ট। *ব্যূঢ়* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, ঘরবাড়ি এবং অট্টালিকাগুলি বৃক্ষলতাদির জন্য প্রচুর জায়গা নিয়ে প্রশস্ত ভূখণ্ডের উপর নির্মিত হত।

শ্লোক ৫৪

সুধর্মাং পারিজাতং চ মহেন্দ্রঃ প্রাহিণোদ্ধরেঃ ।
যত্র চাবস্থিতো মর্ত্যো মর্ত্যধর্মৈর্ন যুজ্যতে ॥ ৫৪ ॥

সুধর্মাম্—সুধর্মা নামে সভাগৃহ; **পারিজাতম্**—পারিজাত বৃক্ষ; **চ**—এবং; **মহা-ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **প্রাহিণোৎ**—পাঠিয়েছিলেন; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **যত্র**—যেখানে (সুধর্মা); **চ**—এবং; **অবস্থিতঃ**—অবস্থিত; **মর্ত্যঃ**—মানুষেরা; **মর্ত্য-ধর্মৈঃ**—মর্ত্যের বিধান দ্বারা; **ন যুজ্যতে**—প্রভাবিত হয়নি।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের জন্য সুধর্মা সভাগৃহ নিয়ে এসেছিলেন—যার ভেতরে দাঁড়ালে মানুষ মর্ত্যলোকের কোনও বিধানের অধীন থাকত না। ইন্দ্র পারিজাত বৃক্ষও এনে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৫

শ্যামৈকবর্ণান্ বরুণো হয়ান্ শুক্লান্মনোজবান্ ।
অষ্টৌ নিধিপতিঃ কোশান্ লোকপালো নিজোদয়ান্ ॥ ৫৫ ॥

শ্যাম—ঘন নীল; **এক**—একমাত্র; **বর্ণান্**—বর্ণ; **বরুণঃ**—সাগররাজ বরুণ; **হয়ান্**—অশ্বগুলি; **শুক্লান্**—শ্বেতবর্ণ; **মনঃ**—মন যেমন; **জবান্**—গতিময়; **অষ্টৌ**—আটটি; **নিধি-পতিঃ**—দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবের; **কোশান্**—সম্পদ; **লোক-পালঃ**—বিভিন্ন গ্রহের অধিপতিরা; **নিজ**—তাদের নিজ; **উদয়ান্**—ঐশ্বর্যগুলি।

অনুবাদ

বরুণদেব মনের গতিসম্পন্ন অশ্বগুলি অর্পণ করেছিলেন, সেই অশ্বগুলির কয়েকটি ছিল শুদ্ধ শ্যাম বর্ণের, অন্যগুলি শ্বেতশুভ্র। দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবের তাঁর

আটটি গূঢ় সম্পদ প্রদান করেছিলেন এবং বিভিন্ন গ্রহের অধিপতিরা প্রত্যেকে তাঁদের আপন ঐশ্বর্যগুলি অর্পণ করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের নিম্নোক্ত ভাষ্য প্রদান করেছেন—"ধন-সম্পদের অধিপতি কুবের এবং আটটি সম্পদ তাঁর নিধিস্বরূপ। এগুলি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

পদ্মশ্চৈব মহাপদ্মো মৎস্যকূর্মৌ তথৌদকঃ ।
নীলো মুকুন্দঃ শঙ্খশ্চ নিধয়োঽষ্টৌ প্রকীর্তিতাঃ ॥

"আটটি গূঢ় সম্পদকে বলা হয়, পদ্ম, মহাপদ্ম, মৎস্য, কূর্ম, ঔদক, নীল, মুকুন্দ ও শঙ্খ।"

শ্লোক ৫৬

যদ্‌যদ্ ভগবতা দত্তমাধিপত্যং স্বসিদ্ধয়ে ।
সর্বং প্রত্যর্পয়ামাসুর্হরৌ ভূমিগতে নৃপ ॥ ৫৬ ॥

যৎ যৎ—যে যে; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **দত্তম্**—প্রদত্ত হয়েছিল; **আধিপত্যম্**—আধিপত্য; **স্ব**—তাদের নিজ; **সিদ্ধয়ে**—অধিকারকে প্রয়োগ করার জন্য; **সর্বম্**—সকল; **প্রত্যর্পয়াম্ আসুঃ**—তাঁরা প্রত্যর্পণ করলেন; **হরৌ**—কৃষ্ণকে; **ভূমি**—পৃথিবীতে; **গতে**—অবতীর্ণ; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলে, হে রাজন, ইতিপূর্বে দেবতাদের নির্দিষ্ট কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য তিনি যে সকল আধিপত্য তাঁদের প্রদান করেছিলেন, এখন তাঁরা সবই তাঁকে প্রত্যর্পণ করলেন।

শ্লোক ৫৭

তত্র যোগপ্রভাবেন নীত্বা সর্বজনং হরিঃ ।
প্রজাপালেন রামেণ কৃষ্ণঃ সমনুমন্ত্রিতঃ ।
নির্জগাম পুরদ্বারাৎ পদ্মমালী নিরায়ুধঃ ॥ ৫৭ ॥

তত্র—সেখানে; **যোগ**—তাঁর যোগশক্তির; **প্রভাবেন**—প্রভাবে; **নীত্বা**—আনীত; **সর্ব**—সকল; **জনম্**—তাঁর আত্মীয়গণকে; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **প্রজা**—প্রজার; **পালেন**—পালক; **রামেণ**—শ্রীবলরাম; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **সমনুমন্ত্রিতঃ**—উপদেশ প্রদান করে;

নির্জগাম—বহির্গত হলেন; **পুর**—নগরীর; **দ্বারাৎ**—দ্বার দিয়ে; **পদ্ম**—পদ্মফুলের; **মালী**—মালা পরিধান করে; **নিরায়ুধঃ**—নিরস্ত্র।

অনুবাদ

তাঁর যোগমায়াবলে তাঁর সকল আত্মীয়দের নতুন নগরীতে স্থানান্তরিত করে, মথুরাকে রক্ষা করার জন্য সেখানে অবস্থানরত শ্রীবলরামের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ পরামর্শ করলেন। তারপর একটি পদ্মমাল্য ধারণ করে, কোন অস্ত্র না নিয়ে, মথুরার প্রধান তোরণ দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরা থেকে বেরুলেন।

তাৎপর্য

কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুরবাসীদের মথুরা থেকে দ্বারকায় স্থানান্তরিত করেছিলেন তা বর্ণনা করার জন্য *পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড* থেকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করেছেন—

সুষুপ্তান্মথুরায়াস্তু পৌরাংস্তত্র জনার্দনঃ ।
উদ্ধৃত্য সহসা রাত্রৌ দ্বারকায়াং ন্যবেশয়ৎ ॥
প্রবুদ্ধাস্তে জনাঃ সর্বে পুত্রদারসমন্বিতাঃ ।
হৈমহর্ম্যতলে বিষ্টা বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥

"মধ্যরাত্রিতে মথুরার অধিবাসীরা যখন ঘুমিয়েছিল, ভগবান জনার্দন সহসা তাদের সেই নগরী থেকে সরিয়ে নিলেন এবং তাদের দ্বারকায় স্থাপন করলেন। সব মানুষ যখন জেগে উঠল, তখন তারা সকলে নিজেদের, তাদের সন্তানাদি এবং পত্নীদের স্বর্ণনির্মিত প্রাসাদের মধ্যে বসে থাকতে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরী প্রতিষ্ঠা করলেন' নামক পঞ্চাশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।